প্রথম অধ্যায়

সমৃদ্ধ আগামীর পথে অব্যাহত অগ্রযাত্রা

ভূমিকা

১.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা বাধার মাঝেও বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। পাশাপাশি, সামাজিক বিভিন্ন চলক, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা এবং অর্থনীতির ওপর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার আঘাতও সফলভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাবমতে চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.১২ শতাংশ; গড় মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১৯০ মার্কিন ডলার। মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্নও তাই প্রায় বাস্তবায়নের পথে।

১.২ চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা কম হয়েছে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কম ছিল এবং শিল্পও সেবাখাতে প্রত্যাশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হয়নি। এছাড়া, রেমিট্যান্সের প্রবাহও ছিল নিম্নমুখী। বর্তমানে অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ সচল হয়েছে। মূল্যস্ফীতিও রয়েছে সহনীয় পর্যায়ে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম রাজস্ব আহরণ ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধীরগতি সত্ত্বেও সরকারের সুদক্ষ ব্যয় ব্যবস্থাপনা রাজস্ব খাতের শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে। আর্থিক খাত ক্রমশ সুদৃঢ় হচ্ছে। অন্যদিকে, রেমিট্যান্স এর নিম্ন প্রবাহের মাঝেও চলতি হিসাবের ভারসাম্য সন্তোষজনক অবস্থানে আছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর দেশে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এসেছে। একই সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও তরান্বিত হয়েছে। অন্যদিকে, বৈশ্বিক পুনরুদ্ধারের গতিও এখন বেশ শক্তিশালী। কাজেই, অনুকূল বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মধ্যমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি দ্রুততর হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

১.৩ অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার এ পর্যায়ে বাস্তবানুগ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির ধারা সুসংহত করাই হবে অন্যতম প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা কার্যকর উন্নয়ন কৌশলসমূহ অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে। পূর্বমেয়াদে বর্তমান সরকার আর্থসামাজিক অবকাঠামো গঠন এবং সুশৃঙ্খল রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত রচনার ওপর জোর দিয়েছিল। অসমাপ্ত কার্যক্রমসমূহের অগ্রাধিকারভিত্তিক বাস্তবায়নের পাশাপাশি চলতি মেয়াদে সরকার মৌলিক কাঠামোগত সংস্কার, বিশেষ করে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের দিকে নজর দিবে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের এ অভিযাত্রায় কতিপয় উদ্বেগের ক্ষেত্র ব্যতীত চলমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনেকটা অনুকূল বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

জাতীয় কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১.৪ সরকারের মূল লক্ষ্য হলো স্থিতিশীল উন্নয়ন, দেশের সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের অধিকতর সমতা ও উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান এবং একটি নিরাপদ, কর্মচঞ্চল সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন। কৌশলগত এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিকল্পনামাফিক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে নানামুখী কার্যক্রম।

চার্ট ১. জাতীয় পরিকল্পনা দলিলসমূহ

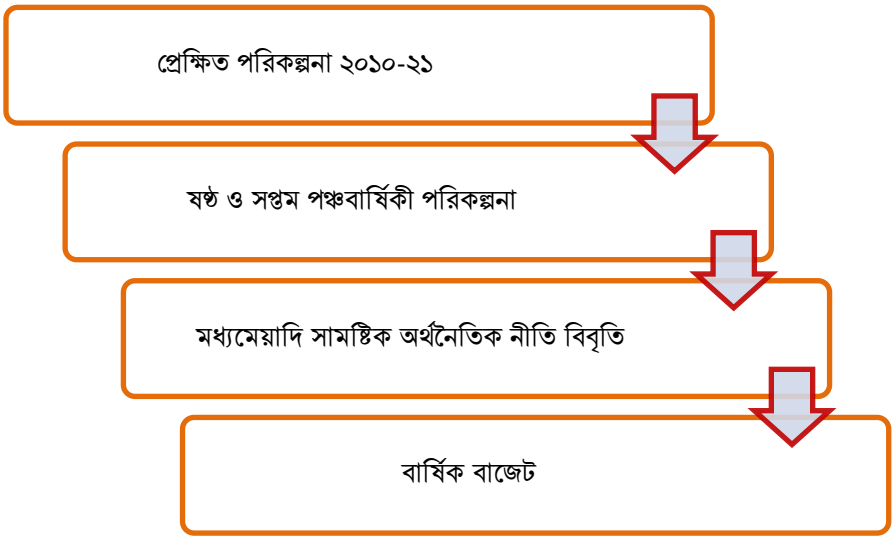

১.৫ দীর্ঘমেয়াদে সরকারের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কৌশলগত দলিল হলো 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১'। এটি দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রণীত একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনায় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন চিত্রিত হয়েছে। আরো রয়েছে দ্রুততর উন্নয়নের পথনকশা এবং দারিদ্র, অসমতা ও মানবিক বঞ্চনা হতে মুক্তির সার্বিক রূপরেখা। প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সালের মধ্যে ৮ শতাংশ এবং ২০২১ সালের মধ্যে ১০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এ পরিকল্পনায়। পরিকল্পনা অনুসারে ২০২১ সালের মধ্যে মাথাপিছু দারিদ্রের হার নেমে আসবে ১৩.৫ শতাংশে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য নয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১- ১৫)

১.৬ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হলো একটি চলমান দলিল। এতে পরিবর্তিত বিশ্ব ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সময়োপযোগী পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়েছে। বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য এই পরিকল্পনায় একটি লক্ষ্যভিত্তিক কাঠামোর (Result Framework) আওতায় বেশ কিছু পরিমাণগত মাপকাঠি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যভিত্তিক কাঠামোর ভিত্তিতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গতিধারা পর্যালোচনার জন্য জুলাই, ২০১২ সময়ে প্রথম মূল্যায়ন করা হয়। এর পর পরিকল্পনা মেয়াদের তিন বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর উদ্যোগে একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন (Mid-Term Implementation Review of the Sixth Five Year Plan of Bangladesh) সম্পন্ন করা হয়েছে (Policy Research Institute of Bangladesh, 2014)।

বক্স ১: প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় চিহ্নিত উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহ

- ব্যাপকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিক সহায়তা
- উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা
- সুদৃঢ় অবকাঠামো বিনির্মাণ
- কার্যকর সুশাসন নিশ্চিতকরণ
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন
- সচেতন ও সংবেদনশীল সমাজ গঠন
- সৃজনশীলতার বিকাশ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন

১.৭ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে দু'টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে। এগুলো হলো- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-১৫) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬ - ২০২০)।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে অর্জন

১.৮ মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ফলাফল থেকে দেখা যায়- পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম তিন বছরে মূল উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক। বিশেষকরে, জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস, কর্মসৃজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এ সময়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ছিল সুবিবেচনা প্রসুত। সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে কর জিডিপি অনুপাত, বাজেট ঘাটতি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, চলতি হিসাবে ভারসাম্য, রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং বহিঃখাতের ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি ছিল। প্রথম দুই বছরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি সম্ভব না হলেও প্রাজ্ঞ রাজস্ব নীতির পাশাপাশি সংযত মুদ্রানীতি অনুসরণের ফলে তা ক্রমশ প্রশমিত হয়েছে। এছাড়া, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমতে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে (সারণি ১.১)। কৃষিখাতের তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে বেশ দ্রুত। সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রায় অনুরূপ গতিতে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের এই সম্প্রসারণে নিয়ামক ভূমিকা রেখেছে শক্তিশালী রপ্তানি খাত। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুসারে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

সারণি ১.১. জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে খাতভিত্তিক অবদান (শতাংশ)*

খাতসমূহ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
কৃষি	১৮.৪	১৮.০	১৭.৪	১৬.৮	১৬.৩
শিল্প	২৬.৮	২৭.৪	২৮.১	২৯.০	২৯.৬
সেবা	৫৪.৮	৫৪.৬	৫৪.৫	৫৪.২	৫৪.১

উৎস: বিবিএস; *ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬

১.৯ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টিসহ অন্যান্য সামাজিক চলকের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক। নারীর ক্ষমতায়ন, বিশেষ করে, শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে শিশুদের সংখ্যাসাম্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সম্পদ সঞ্চালন, প্রাসঙ্গিক আইন ও 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Protection Strategy)' প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। তবে, দারিদ্র বিমোচনের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন অনেকাংশে নির্ভর করবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর।

১.১০ পরিবেশগত বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার সক্ষমতা অর্জনে ঘাটতি থাকলেও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। ই-গভর্ন্যান্স ও তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব প্রদান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি সুশাসন নিশ্চিতকরণে সরকারের সদিচ্ছার পরিচয় বহন করে।

মধ্যবর্তী মূল্যায়নে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

১.১১ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরের অগ্রগতির ভিত্তিতে মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদনটিতে বেশ কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ ক্ষেত্রসমূহে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন:

১। কর্মসৃজন: বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রত্যাশার চেয়ে অধিক হওয়ায় কর্মসৃজনের ক্ষেত্রে ঘাটতি কম ছিল। সম্প্রতি বৈদেশিক কর্ম সংস্থানের গতি হ্রাস পেয়েছে। ফলে, দেশের অভ্যন্তরে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা আবশ্যক হবে।

২। বিনিয়োগ: সরকারের সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এখনও নানাবিধ বাধা বিদ্যমান আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ভূমির অপ্রতুলতা, চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতি, চুক্তি বলবৎ প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিধিগত জটিলতা ইত্যাদি। এছাড়াও, পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব, দরপত্র ও চুক্তি সংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি কারণে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হয়নি।

৩। কৃষি: অনুকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও কৃষিখাতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যানুরূপ প্রবৃদ্ধি না হওয়ায় কৃষিনীতি পুন:বিবেচনার বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৪। শ্রমিকের দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণ: দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকারভিত্তিক সম্পদ সঞ্চালন এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যাভিমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫। রপ্তানি খাত: রপ্তানি খাত মূলত তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরশীল রয়েছে (চিত্র ১.১)। তৈরি পোশাকের পাশাপাশি অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রদত্ত প্রণোদনা কাঠামো পুনঃবিবেচনা করাপ্রয়োজন মর্মেও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিত্র ১.১. রপ্তাণি পণ্যের বিভাজন (মোট রপ্তানি আয়ের শতাংশ)

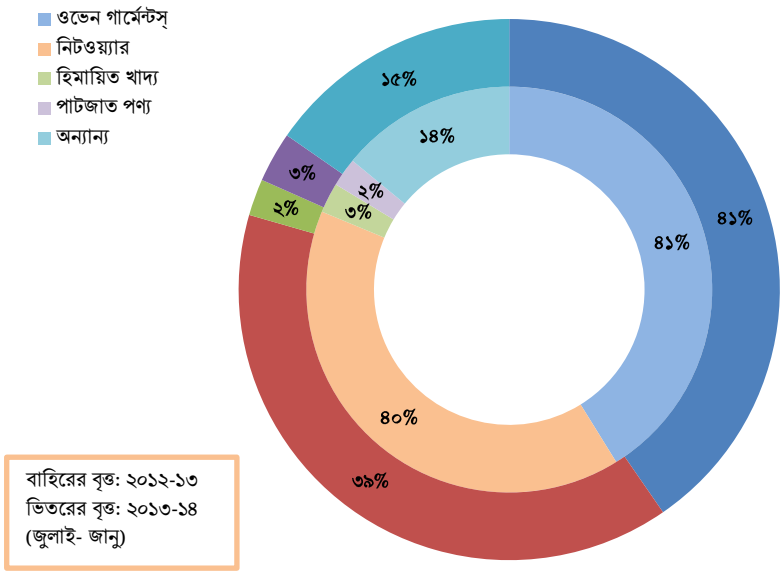

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

৬। বিদ্যুৎ উৎপাদন: বেসরকারি খাতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর বেশিরভাগই এসেছে রেন্টাল প্ল্যান্ট থেকে যার একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় অন্যান্য উৎসের তুলনায় অনেক বেশি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের উচ্চ প্রান্তিক ব্যয় এ খাতে অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এছাড়া, গ্যাস ও কয়লার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্বালানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্য অর্জনে এখনও ঘাটতি রয়েছে। এ দিকেও বিশেষ নজর দেয়া দরকার।

৭। সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন: বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, সুশাসন এবং সকল ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের মানোন্নয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা জরুরি।

৮। অবকাঠামো: পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও পদ্মা সেতু এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বাস্তবায়নাধীন বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ততটা সন্তোষজনক নয়।

৯। রাজস্ব নীতি: নির্বাচনকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক শ্লথ গতির কারণে এবং কর ব্যবস্থা আধুনিকায়নে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হয়েছে যা কিছুটা উদ্বেগ তৈরি করছে। কেননা এ ধরণের পরিস্থিতি ব্যয় হ্রাসের আবশ্যকতা তৈরি করে যা অগ্রাধিকার খাতে সম্পদ সঞ্চালনে ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে।

বক্স ১.১. ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা এক নজরে বাস্তবায়ন চিত্র

১. জিডিপি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র

কর্ম দক্ষতার নিদর্শক	শুরুর বছর ২০১০	বাস্তবায়ন বৎসর						লক্ষ্য বছর
		২০১১		২০১২		২০১৩		২০১৫
		লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)*	৬.১	৬.৭	৬.৭	৭.০	৬.৩	৭.২	৬.০	৮.০
মূল্যস্ফীতি (%)	৭.৩	৮.০	৮.৮	৭.৫	১০.৬	৭.০	৭.৭	৬.০
অতিরিক্ত কর্মসংস্থান (মিলিয়ন)	২.৭৬	৩.২৩	-	৩.৫৭	-	৩.৯৮	-	৫.২৪
মাথাপিছু দারিদ্র	৩১.৫	৩০.১	৩০.৩	২৮.৮	২৮.৯	২৭.৪	২৭.৬	২৫.৩

***ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬**

২. জিডিপি'র খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি*

কর্ম দক্ষতার নিদর্শক	শুরুর বছর ২০১০	বাস্তবায়ন বৎসর						লক্ষ্য বছর
		২০১১		২০১২		২০১৩		২০১৫
		লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য
কৃষি	৫.২	৪.৯	৫.১	৪.৫	৩.১	৪.৪	২.১	৪.৩
শিল্প	৬.৫	৯.২	৮.২	৯.৬	৮.৯	৯.৯	৯.৯	১১.৫
সেবা	৬.৪	৬.৬	৬.২	৬.৮	৫.৯	৭.১	৫.৭	৭.৮

* ***ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬**

৪. রাজস্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা

কর্ম দক্ষতার নিদর্শক	শুরুর বছর ২০১০	বাস্তবায়ন বৎসর						লক্ষ্য বছর
		২০১১		২০১২		২০১৩		২০১৫
		লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য
মোট আয় (জিডিপি'র %)	১০.৯	১২.১	১১.৮	১৩.২	১২.৪	১৩.৪	১২.২	১৪.৬
মোট ব্যয় (জিডিপি'র %)	১৪.৬	১৬.৫	১৬.২	১৮.২	১৬.৪	১৮.৪	১৬.৮	১৯.৬
সার্বিক ঘাটতি (জিডিপি'র %)	-৩.৭	-৪.৪	-৪.৫	-৫.০	-৪.০	-৫.০	-৪.৪	-৫.০
মোট অর্থায়ন (জিডিপি'র %)	৩.৭	৪.৪	৪.৫	৫.০	৪.০	৫.০	৪.৪	৫.০
মোট বৈদেশিক ঋণ (জিডিপি'র %)	২০.৩	১৯.৪	১৯.২	১৯.০	১৮.৩	১৮.১	১৮.০	১৬.৮

(চলমান)

বক্স ১.১ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এক নজরে বাস্তবায়ন চিত্র

কর্ম দক্ষতার নিদর্শক	শুরুর বছর ২০১০	বাস্তবায়ন বৎসর						লক্ষ্য বছর
		২০১১		২০১২		২০১৩		২০১৫
		লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য
মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (জিডিপি'র %)	১৯.৭	২০.৫	২২.০	২১.০	২৪.৪	২১.৪	১৩.২	২২.১
রপ্তানি ও জিডিপি অনুপাত (জিডিপি'র %)	১৬.২	২০.৩	২০.৬	২১.২	২১.০	২২.১	২০.২	২৩.৯
চলতি হিসাব (জিডিপি'র %)	৩.৭	-০.৩	০.৮	-০.৩	০.৪	-০.২	১.৯	-০.৪
কর ও জিডিপি অনুপাত (জিডিপি'র %)	৯.০	১০.০	১০.২	১০.৬	১০.৮	১১.২	১১.০	১২.৪

৫. সামাজিক নিদের্শক

কর্ম দক্ষতার নিদর্শক	শুরুর বছর ২০১০	বাস্তবায়ন বৎসর						লক্ষ্য বছর
		২০১১		২০১২		২০১৩		২০১৫
		লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেট ভর্তি	৯১	..	..	..	৯৮.৭	..	..	১০০
মোট উর্বরতার হার	২.৭	..	২.৩	..	২.২০	..	..	২.২
মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি লক্ষ জনে)	১৯৪	..	..	..	..	..	..	১৪৩
উচ্চ শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের অনুপাত (%))	৩২	..	৬৯.০৩	..	..	..	৭০	১০০
শিক্ষিত নারী-পুরুষের অনুপাত (% বয়স ২০-২৪)	৮৫	..	..	..	..	..	৮৬	১০০

তথ্যসূত্র:

১. Medium Term Implementation Review of the Sixth Five Year Plan of Bangladesh

২. World Development Indicators, World Bank

৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

১.১২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সূচিত বিভিন্ন পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "সমতাভিত্তিক দ্রুত উন্নয়ন"। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকালের তুলনায় দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং আয় বন্টনের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। জিডিপি'র উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আয় বন্টন পরিস্থিতির উন্নয়ন একই সাথে দারিদ্র হ্রাসের গতিকে তরান্বিত করবে বলেও আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, প্রবৃদ্ধি সহায়ক উপাদানসমূহের উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ এবং আয়ের সমতা আনয়নকারী সহায়ক উপাদানসমূহের ওপরও এ পরিকল্পনায় যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি

১.১৩ জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের অগ্রাধিকারসমূহ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতিতে। একই সাথে পরিকল্পিত অর্জন আর বাস্তবতার ব্যবধান বিবেচনায় নিয়ে হালনাগাদ করা হয় মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework)। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতিতে বাজেট বছর ছাড়াও পরবর্তী দুই বছরের রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক গতিধারা বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা হয়। এছাড়া, আসন্ন বাজেট প্রণয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, অগ্রাধিকার খাতসমূহের উন্নয়ন কৌশল এবং রাজস্ব নীতির একটি রূপরেখাও এতে স্থান পায়।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

১.১৪ উন্মুক্ত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্ধারিত হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ উপাদানের সমন্বিত প্রভাবের দ্বারা। অর্থনীতির উন্মুক্ত অবয়বের কারণে বাংলাদেশও বিশ্ব অর্থনীতির ঝুঁকি ও গতিশীলতার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারা

১.১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সময় হতে প্রায় সকল উন্নয়নশীল দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারার আলোকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

উন্নত, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

১.১৬ বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমেই স্থিতিশীল হচ্ছে। বিশেষ করে, ২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা অনেক বেড়েছে। একই সাথে বিশ্ব বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদনও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। তবে, বিশ্বের সকল স্থানে প্রবৃদ্ধির গতি অনুরূপ ছিলনা (সারণি: ১.২)। বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিশীলতা এসেছে মূখ্যত উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো হতে। ২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এ সকল দেশে ১.৩ শতাংশ বিন্দু (percentage point) প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। এর বিপরীতে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা ধীর ছিল। এ দেশসমূহ ২০১৩ সালের প্রথমার্ধের ৪.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে ৫.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তুলনামূলক ধীর প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ এখনও বিশ্ব প্রবৃদ্ধিতে দুই-তৃতীয়াংশ অবদান রাখছে।

সারণি ১.২. বিশ্ব প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

	প্রকৃত			প্রাক্কলন	
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
বিশ্ব	৩.৯	৩.২	৩.০	৩.৬	৩.৯
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	১.৭	১.৪	১.৩	২.২	২.৩
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ	৬.৩	৫.০	৪.৭	৪.৯	৫.৩

উৎস: *IMF World Economic Outlook*, April 2014

১.১৭ বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিপ্রবাহ থেকে সামনের দিনগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে অনুমান করা যায়। কারণ, মাত্রাগত তারতম্য থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরো অঞ্চলসহ উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে অর্থনীতির গতি দ্রুততর হয়েছে। সার্বিকভাবে ২০১৪ ও ২০১৫ সময়ে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের জন্য প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২.২ এবং ২.৩ শতাংশ (সারণি ১.২)। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রক্ষেপণ অনুসারে জাপান ছাড়া অন্যান্য উন্নত অর্থনীতির দেশে প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হবে ব্যয় সংকোচন (fiscal consolidation) এবং সহায়ক মুদ্রানীতি (International Monetary Fund, April 2014a)।

১.১৮ উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের রপ্তানি পণ্যের চাহিদা বাড়াবে। ফলে, এ দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধির গতি তরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই আশাবাদের পাশাপাশি কিছু উদ্বেগের বিষয়ও রয়েছে। কেননা, অর্থনীতি বেগবান হওয়ার সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক মুদ্রানীতি অনুসরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ফলে, বৈশ্বিক আর্থিক খাতের অবস্থান খানিকটা কঠোর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের রপ্তানি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিরইতিবাচক প্রভাবকে কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে। তবে, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ এ সকল সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলায় যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং তাদের আর্থিক খাতের অবস্থান ক্রমেই সুদৃঢ় হয়ে উঠছে (International Monetary Fund, April 2014c)। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এসকল দেশে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালের ৪.৭ শতাংশ হতে বেড়ে ২০১৪ সালে ৪.৯ শতাংশে এবং ২০১৫ সালে ৫.৩ শতাংশে (সারণি ১.২) উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (International Monetary Fund, April 2014a)।

এশিয়ায় প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

১.১৯ বিশ্বের অন্যান্য এলাকার মত এশিয়ায়ও ২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রেখেছে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা। এশিয়ার প্রধান অর্থনীতিসমূহের মধ্যে জাপানে ২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবৃদ্ধির গতি খানিকটা শ্লথ হয়েছে এবং সেখানে আগামীতে প্রবৃদ্ধির গতি আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, চীনে ২০১১ সালের ৯.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় ২০১৩ সালে প্রবৃদ্ধি ৭.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি আরো হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৭.৫ এবং ৭.৩ শতাংশে নেমে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ভারতে ২০১৩ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৪.৪ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির এই গতি বেড়ে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে যথাক্রমে ৫.৫ ও ৬.৪ শতাংশে উন্নীত হতে পারে মর্মে আশা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ প্রক্ষেপণ অনুসারে সামগ্রিকভাবে এশিয়ায় ২০১৪ ও ২০১৫ সালে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ৫.৪ এবং ৫.৬ শতাংশ (সারণি ১.৩)।

সারণি ১.৩. এশিয়ার প্রধান অর্থনীতিসমূহে প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

	প্রকৃত			প্রক্ষেপণ	
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
এশিয়া	-	-	৫.২	৫.৪	৫.৬
চীন	৯.৩	৭.৭	৭.৭	৭.৫	৭.৩
জাপান	০.৭	২.২	২.১	১.৩	০.৫
ভারত	৬.৬	৪.৭	৪.৪	৫.৪	৬.৪
বাংলাদেশ*	৬.৫	৬.৫	৬.০	৬.১	৭.৩**

উৎস: April 2014 *IMF World Economic outlook, BBS,* *বিবিএস**অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ

১.২০ দক্ষিণ এশিয়ায় ২০১২ সালে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৭ শতাংশ। ২০১৩ সালে তা ৪.৮ শতাংশে উন্নীত হলেও উৎপাদন সম্ভাবনার (potential) চেয়ে নিচে ছিল। এ অঞ্চলে প্রবৃদ্ধির হার ২০১৪ ও ২০১৫ সালে যথাক্রমে ৫.৩ ও ৫.৮ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (Asian Development Bank, 2014)।

বাণিজ্য সহযোগী দেশসমূহে প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

১.২১ বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য সহযোগী দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন অর্থনীতিতে দীর্ঘ মন্দা শেষে বর্তমানে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া বেশ শক্তিশালী হয়েছে। ২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাশার তুলনায় অধিক হারে প্রবৃদ্ধি হওয়ায় সার্বিকভাবে ২০১৩ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১.৯ শতাংশ। চলতি বছরে সম্ভাবনার চেয়ে অধিক প্রবৃদ্ধির (above-potential-rate) প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইউরো অঞ্চলে ২০১৩ সালে ০.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ প্রক্ষেপণ অনুসারে মধ্যমেয়াদে ইউরো অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিগুলোতে প্রবৃদ্ধির গতি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও যে দেশগুলো ঋণগ্রস্ত এবং যাদের আর্থিক খাত নাজুক, সে সকল দেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ার সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। সামগ্রিকভাবে ইউরো অঞ্চলে ২০১৪ সালে ১.২ শতাংশ এবং ২০১৫ সালে ১.৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি- ১.৪)। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রক্ষেপণ মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরো অঞ্চল এবং জাপানের সম্মিলিত প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালের ১.০ শতাংশ হতে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ২০১৪ সালে ১.৯ শতাংশ হবে। এই অর্থনীতিগুলোর সম্মিলিত প্রবৃদ্ধি আরো বেড়ে ২০১৫ সালে ২.২ শতাংশে উন্নীত হবে (Asian Development Bank, 2014)।

সারণি ১.৪. বাণিজ্য সহযোগী দেশসমূহে প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

	প্রকৃত			প্রক্ষেপণ	
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১.৮	২.৮	১.৯	২.৮	৩.০
কানাডা	২.৪	২.৩	১.৪	১.৮	২.১
ইউরো অঞ্চল	১.৬	-০.৭	-০.৫	১.২	১.৫

উৎস: April 2014 IMF World Economic outlook

বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির সার্বিক দৃশ্যকল্প

১.২২ মধ্যমেয়াদে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর চেয়ে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি উজ্জ্বল। ফলে, মন্দা পূর্ববর্তী সময়ের বিপরীতে আগামী দিনগুলোতে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হবে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ প্রক্ষেপণ অনুসারে সার্বিকভাবে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালের ৩.০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ৩.৬ শতাংশে এবং ২০১৫ সালে ৩.৯ শতাংশে উন্নীত হবে (সারণি ১.২)। বৈশ্বিক অর্থনীতির আপাত সন্তোষজনক এ পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে সংযত (consolidated) রাজস্ব নীতি এবং মুদ্রা ও আর্থিক নীতি অনুসরণের সম্ভাবনা বেশি। তবে, সম্পূর্ণ স্থিতিশীলতা না আসা পর্যন্ত কোথাও কোথাও প্রণোদনা প্রদান নীতি অনুসরণের সম্ভাবনা রয়েছে (Office of the Prime Minister, St. Vincent and the Grenadines, 2014)।

অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট

অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিধারা

১.২৩ ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬.৫ শতাংশ। খানিকটা কমে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হয় ৬.০১ শতাংশ। সরবরাহের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে- প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং খাত। অন্যদিকে, কৃষি ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির গতি পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় কম ছিল (সারণি ১.২)। চাহিদার দিক থেকে বিনিয়োগ, বিশেষ করে, বেসরকারি বিনিয়োগ সামান্য কমে ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি'র ২৮.২৬ শতাংশের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৮.৩৯ শতাংশে উন্নীত হয়। এ সময়ে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে মূলত রেমিট্যান্স প্রবাহনির্ভর অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রভাবে। গড় মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী বছরের ১০.৬ শতাংশ হতে বেশ খানিকটা কমে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭.৭ শতাংশে নেমে আসে।

চিত্র ১.২.জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে খাতভিত্তিক অবদান

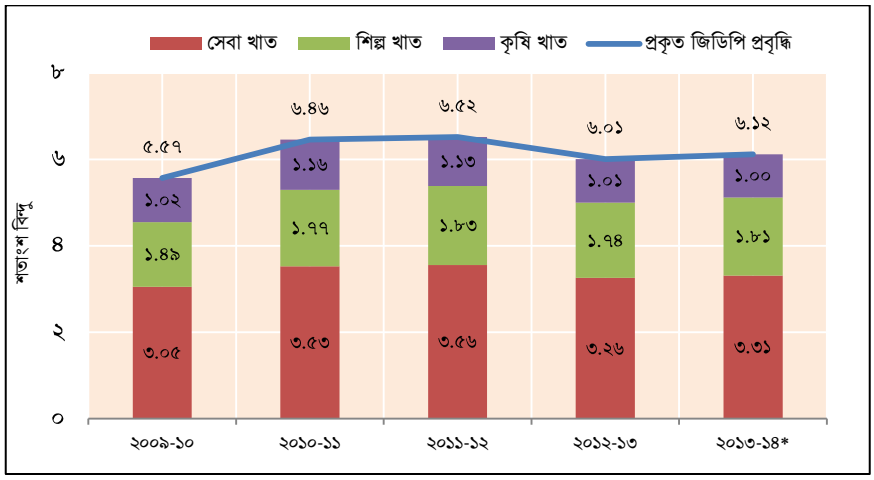

উৎস:বিবিএস; *সাময়িক

১.২৪ ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৩.৪ শতাংশ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ১২.৪ শতাংশ। সরকারি ব্যয় ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ১৬.৬ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা সামান্য বেড়ে জিডিপি'র ১৬.৮ শতাংশে উন্নীত হয়। সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র ৪.৫ শতাংশ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ জিডিপি'র ৫.০ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুদ্রা ও আর্থিক খাতে নিট বৈদেশিক সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য চলকসমূহের অবস্থান ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা নীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে। অন্যদিকে, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি জুন, ২০১২ সময়ের ১৯.৭ শতাংশ থেকে অনেকখানি কমে জুন, ২০১৩ সময়ে ১০.৯ শতাংশে নেমে আসে। ব্যাংকিং খাতের দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং স্টক মার্কেটে মূল্যের উঠানামা ব্যতীত মোটের ওপর আর্থিক খাতের অবস্থান ছিল সন্তোষজনক। সর্বোপরি রপ্তানি খাতের প্রবৃদ্ধি, আমদানির নিম্নগতি এবং উচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রভাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বহিঃখাত ভালো অবস্থানে ছিল। ফলে, চলতি হিসাবের ভারসাম্য ২০১১-১২ অর্থবছরের ০.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতির বিপরীতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উদ্বৃত্তে উন্নীত হয়। চলতি ও আর্থিক হিসাবের যুগপৎ ভালো অবস্থানের পাশাপাশি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণ ছাড়ের ফলে লেনদেনের ভারসাম্য ২০১১-১২ অর্থবছরের ০.৪৯ মার্কিন ডলার হতে বেড়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। জুন, ২০১৩ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছিল ১৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১.২৫ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বড় একটা সময় জুড়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক অস্থিরতায় ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনীতির প্রায় সকল খাতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সরবরাহ প্রতিবন্ধকতার কারণে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ থাকায় শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়। শিল্প খাতের ধীর প্রবৃদ্ধির কারণে সরবরাহ খাতের প্রবৃদ্ধিও বাঁধাগ্রস্ত হয়। তবে, নির্বাচনোত্তর সার্বিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। একই সাথে জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিও তরান্বিত হয়েছে।

সারণি ১.৫. জিডিপি'র খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি*

	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫**
কৃষি	৬.১৫	৪.৪৬	৩.০১	২.৪৬	৩.৩৫	৪.৩
শিল্প	৭.০৩	৯.০২	৯.৪৪	৯.৬৪	৮.৩৯	৯.৩
যার মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং	৬.৬৫	১০.০১	৯.৯৬	১০.৩১	৮.৬৮	১০.০
সেবা	৫.৫৩	৬.২২	৬.৫৮	৫.৫১	৫.৮৩	৭.৩

উৎস: বিবিএস; * ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬; ** প্রক্ষেপণ

১.২৬ বিবিএস এর সাময়িক হিসাব মতে চলতি অর্থবছরে (২০১৩-১৪) প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হবে ৬.১২ শতাংশ। অনুকূল আবহাওয়া আর সরকারের উপকরণ ও নীতি সহায়তার ফলে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি ২০১২-১৩ অর্থবছরের ২.৪৬ শতাংশ হতে বেড়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩.৩৫ শতাংশ হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি ১.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৮.৬৮ শতাংশে দাঁড়াবে। অন্যদিকে, সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিও সামান্য বাড়বে (সারণি- ১.৫)।

১.২৭ চাহিদার দিক থেকে সরকারি ব্যয় সামান্য বেড়েছে। কিন্তু রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় বেসরকারি ভোগ কমেছে। কারণ, মোট বেসরকারি ভোগ ব্যয়ের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগই মেটানো হয় রেমিট্যান্স এর মাধ্যমে (Asian Development Bank, 2014, p. 160)। একইভাবে, সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় আছে এবং এপ্রিল ২০১৪, সময়ে মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) ছিল ৭.৪ শতাংশ।

সারণি ১.৬. জিডিপি প্রবৃদ্ধি (চাহিদার দিক থেকে)

চলকসমূহ (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)		২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪**
ভোগ		৭৯.১৪	৭৯.৩০	৭৮.৭৮	৭৭.৯৬	৭৬.৫৭
	বেসরকারি	৭৪.০৬	৭৪.২১	৭৩.৭৪	৭২.৮৫	৭১.৩৮
	সরকারি	৫.০৭	৫.০৯	৫.০৪	৫.১২	৫.২০
বিনিয়োগ		২৬.২৩	২৭.৩৯	২৮.২৬	২৮.৩৯	২৮.৬৯
	বেসরকারি	২১.৫৬	২২.১৪	২২.৫০	২১.৭৫	২১.৩৯
	সরকারি	৪.৬৭	৫.২৫	৫.৭৬	৬.৬৪	৭.৩০

উৎস: বিবিএস; *ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬; **সাময়িক

১.২৮ রাজস্ব খাতের অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায় - চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের স্থবিরতা ও আমদানির ধীর গতির কারণে রাজস্ব আহরণ, বিশেষ করে, কর রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ছিল লক্ষ্যমাত্রার ৫৬.৯ শতাংশ। অন্যদিকে, রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার কমেছে। রাজস্ব সংগ্রহে ঘাটতি মেটাতে সরকার সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যকে ব্যাহত না করে ব্যয় কাঠামোয় প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করেছে। এর ফলে বাজেট ঘাটতি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রাখা সম্ভব হয়েছে। রেমিট্যান্স এর দুর্বল প্রবাহের দিকটি বাদ দিলে সুদৃঢ় রপ্তানি খাত ও আমদানির স্বাভাবিক গতির প্রভাবে বহিঃখাত বেশ ভালো অবস্থানেই আছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে এবং প্রায় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তৈরি হয়েছে।

ভবিষ্যত সম্ভাবনা

১.২৯ দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। জানুয়ারি, ২০১৪ সময় হতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ, রপ্তানি ও আমদানি খাতের প্রবৃদ্ধি এবং মূলধনী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামালের ঋণপত্র খোলার হার ইত্যাদি ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনীতি, বিশেষ করে, বাণিজ্য সহযোগী দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্পও নিকট অতীতের চেয়ে অনেক বেশি অনুকূল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতিতে ধারাবাহিক পুনরুদ্ধার রপ্তানি ও রেমিট্যান্স সূত্রে প্রবৃদ্ধির গতি বাড়াবে। কাজেই, মধ্যমেয়াদে জিডিপি'র উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা অমূলক হবে না।

১.৩০ দেশের অভ্যন্তরে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসায় অভ্যন্তরীণ চাহিদায় আরো গতি সঞ্চার হবে। অনুকূল আবহাওয়া এবং সরকারের নীতি ও উপকরণ সহায়তাকৃষি খাতের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখবে। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতিশীলতা, সচল গ্রামীণ অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির আশাব্যঞ্জক অবস্থানের ফলে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে। রাজস্ব এবং আর্থিক ও মুদ্রা খাতে চলমান নানামুখী সংস্কার ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থা ফিরিয়ে আনবে। পাশাপাশি, দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সুস্থিতি, প্রবৃদ্ধি সহায়ক রাজস্ব ও মুদ্রা নীতি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াবে। একই সাথে বৈদেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, প্রশাসনিক ও বিধিগত সংস্কারের প্রভাবে রাজস্ব আদায়ের বর্তমান ঘাটতি কমে আসবে। বিদ্যমান বাজার সংরক্ষণ ও নতুন বাজার অন্বেষণে সরকার কূটনৈতিক তৎপরতাসহ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর প্রভাবে দীর্ঘ কয়েক মাসের নিম্নমুখী অবস্থান হতে রেমিট্যান্স স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এপ্রিল, ২০১৪ সালের প্রতিবেদনে ২০১৫ সালে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি ৭.০ শতাংশ হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির সম্ভাব্য উৎসসমূহ

বিনিয়োগ বৃদ্ধি

১.৩১ দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির অপরিহার্যতার বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার বিভিন্ন নীতি-কৌশল ও বাস্তব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে, সরকারি বিনিয়োগ ধীরে ধীরে বেড়েছে। অথচ, বেসরকারি খাতের বিকাশোপযোগী পরিবেশ সৃজন এবং সহায়ক মুদ্রা নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছর ধরে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২১-২২ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে (চিত্র ১.৩)।

চিত্র ১.৩. প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত বিনিয়োগ

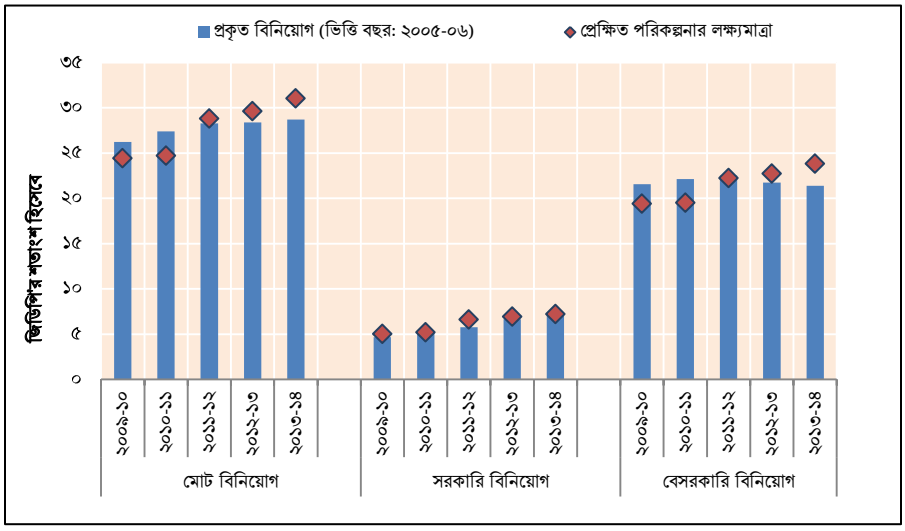

উৎস:বিবিএস, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

১.৩২ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপি'র ২৮.৬৯ শতাংশ। মোট বিনিয়োগ বিগত অর্থবছরের তুলনায় খুব সামান্যই অর্থাৎ ০.৩০ শতাংশ বিন্দু বেড়েছে। এর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ ০.৬৬ শতাংশ বিন্দু বেড়ে জিডিপি'র ৭.৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, বেসরকারি বিনিয়োগ ০.৩৬ শতাংশ বিন্দু হ্রাস পেয়ে জিডিপি'র ২১.৩৯ শতাংশ হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীত করতে হলে বাংলাদেশের প্রয়োজন অবকাঠামো ও দক্ষতা উন্নয়ন খাতে বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা এবং উৎপাদন উপকরণের সার্বিক উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো। বিশেষ করে, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

১.৩৩ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও বাংলাদেশ যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। এর পেছনে দায়ী উপাদানসমূহ হলো- ভূমির অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত যোগাযোগ অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ ঘাটতি, দেশে বিদ্যমান সুবিধাদির যথাযথ প্রচারণার অভাব ইত্যাদি। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সকল বাধা দূর করতে সরকার অবকাঠামো ও দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে।

অভ্যন্তরীণ চাহিদা

১.৩৪ রেমিট্যান্স প্রবাহ, সরকারি ব্যয়, সচল বেসরকারি খাত ও গ্রামীণ অর্থনীতি অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতিকে সচল রেখে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করবে।

রপ্তানি প্রবৃদ্ধি

১.৩৫ উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ, বিশেষ করে, বাণিজ্য সহযোগী দেশগুলোর আশাবাদী দৃশ্যকল্পের প্রেক্ষিতে রপ্তানি খাতের অবস্থান সুদৃঢ় হবে এবং এ খাতে সামনের দিনগুলোতে আরো অগ্রগতি হবে। তবে, এর জন্য শিল্প কারখানায় আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং শ্রমমান বজায় রাখা আবশ্যক হবে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ক্ষতি এবং কারখানায় উপযুক্ত কর্মসৃজনজনিত বাড়তি ব্যয়ের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার রপ্তানি খাতে কর হ্রাসের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদি প্রণোদনা প্রদান করছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

১.৩৬ বাংলাদেশের অব্যাহত অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পেছনে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে প্রাজ্ঞ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা । বস্তুত রাজস্ব ও মুদ্রা খাতের যথাযথ ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব মন্দার অভিঘাত সফলভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অর্থনীতিকে প্রায় স্থবির অবস্থায় নিয়ে এসেছিল। সহজাত ক্ষমতায় এই ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি।

১.৩৭ রাজস্ব সংগ্রহে সরকারের পরিকল্পিত উদ্যোগ এবং প্রাজ্ঞ ব্যবস্থাপনা রাজস্ব খাতে বাড়তি ক্ষেত্র (fiscal space) তৈরি করবে। বাড়তি সেই সম্পদ অবকাঠামো ও দক্ষতা উন্নয়ন খাতে সঞ্চালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত করা সম্ভব হবে। আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ও পর্যাপ্ত আইনগত ভিত্তি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। পুঁজিবাজারে (capital market) চলমান সংস্কারসমূহ এ খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষা করার পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত করবে। এছাড়াও, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ও

ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পদক্ষেপ নিয়েছে যা ব্যাংকগুলোর দক্ষতা বাড়ানো ও তাদের আর্থিক ভিত্তি সুসংহত করবে। সার্বিকভাবে, প্রাজ্ঞ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিগত দিনগুলোর মতই আগামীতে অর্থনীতির অভিঘাত মোকাবেলার ক্ষমতাকে আরো সংহত করবে এবং প্রবৃদ্ধিকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি দিবে।

মধ্যমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল

প্রকৃত খাত

১.৩৮ সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে প্রবৃদ্ধি সহায়ক এবং সম্ভাবনাময় প্রকল্প সমূহের ওপর। বিশেষ করে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বন্দর ও যোগাযোগ অবকাঠামো এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের ওপর জোর দেয়া হবে। তুলনামূলকভাবে ব্যয় সাপেক্ষ হলেও সরকার পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখবে। তবে, ধীরে ধীরে ব্যয়সাপেক্ষ স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থাপনা হতে ব্যয়সাশ্রয়ী ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য সরকার ইতোমধ্যে কয়লা ও পারমাণবিক জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে শুরু করেছে।

১.৩৯ সরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে এ খাতের সহায়ক পরিবেশ সৃজনে সরকারের চলমান নীতি অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ ঘাটতি উত্তরণের নীতিও অনুসরণ করা হবে।

১.৪০ কৃষি খাতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে উপকরণ ও অন্যান্য নীতি সহায়তা পূর্বের মতই প্রদান করা হবে। এছাড়াও কৃষির বহুমুখীকরণ ও বাণিজ্যিকভিত্তিক উন্নয়নের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করা হবে। কৃষি খাত ছাড়াও রপ্তানি খাত ও পাটজাত পণ্য খাতে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের নীতি অনুসৃত হবে। একই সাথে কৃষির পরিবর্তে ধীরে ধীরে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়টি সরকারের মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশলে প্রাধান্য পাবে। বিশেষ করে, রপ্তানি-নির্ভর শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং (ক্ষুদ্র ও মাঝারি) খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হবে। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে যথাযথ পদক্ষপে গ্রহণ করা হবে।

১.৪১ সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে মানসম্মত সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারণ, পর্যাপ্ত কর্মসৃজন ও উৎপাদনের উপকরণের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচিত হবে। ইতোমধ্যে, বিপুল সংখ্যক যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪২ উন্নত সেবা প্রদান ও সুশাসন নিশ্চিত করতে পূর্বের ধারাবাহিকতায় সমাজের সর্বস্তরে তথ্য-প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হবে।

১.৪৩ পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা এবং দূর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণে থাকবে সমন্বিত কার্যক্রম।

১.৪৪ প্রবৃদ্ধির সাথে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির স্বাভাবিক সম্পর্ক বিবেচনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যাতে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির মধ্যে কাম্য সমন্বয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

রাজস্ব খাত

১.৪৫ বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র শতকরা ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রেখে রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা কৌশলের সমন্বয় সাধন করা হবে। রাজস্ব আহরণে সরকারের নীতি কৌশল হবে-

- ২০১৪-১৫ অর্থ বছর ও পরবর্তী সময়ে রাজস্ব-বর্ধক করনীতি অনুসরণ
- প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা
- নতুন মূল্য সংযোজন কর আইনের যথাযথ প্রয়োগ
- কর্পোরেট ট্যাক্স এর যৌক্তিক হার নির্ধারণ এবং এর আওতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্পোরেট আয়কর বাড়ানো
- কর প্রশাসনের আধুনিকায়ন

১.৪৬ ব্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাজস্ব খাতের শৃঙ্খলা বজায় রেখে অগ্রাধিকার খাতসমূহে সম্পদ সঞ্চালনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। সার্বিকভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিচের নীতিমালা অনুসরণ করা হবে-

- প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের গতি তরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতীয় অগ্রাধিকারসমূহের সাথে বাজেটে সম্পদ সঞ্চালণের সামঞ্জস্য রক্ষা
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া
- কেবল অপরিহার্য ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান এবং ভর্তুকি লক্ষ্যাভিমুখীকরণ
- সময়োপযোগী ও যথাযথ মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্বালানি খাতে প্রদত্ত ভর্তুকি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমান্বয়ে জ্বালানি ও অন্যান্য ইউলিটির স্বয়ংক্রিয় মূল্য সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ
- নিয়মিত বাজেটে স্থানান্তরের মাধ্যমে ভর্তুকি প্রদানে স্বচ্ছতা আনয়ন
- সামাজিক অগ্রাধিকার খাতসমূহে সম্পদ সঞ্চালন অব্যাহত রাখা
    - কর্মসৃজন ও লক্ষাভিমুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চাৎপদ ও সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করণ
    - একই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ

ঋণ ব্যবস্থাপনা

১.৪৭ ঋণ ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য রাজস্ব নীতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ, ব্যয় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অর্থায়নের পদ্ধতি পুনঃবিবেচনার ওপর জোর দেয়া হবে। ব্যাংকিং খাত হতে ঋণ গ্রহণ সীমিতকরণের পাশাপাশি অনুদান ও সহজশর্তের ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা থাকবে। মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ার সাথে সাথে অনুদান ও সহজশর্তে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ কমে আসবে বিধায় সরকার মধ্যমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল (Medium Term Debt Management Strategy) প্রণয়ন করছে, যা এখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। এর মূল লক্ষ্য হবে ব্যয় সাশ্রয়ী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসসমূহ হতে ঋণ সংগ্রহের সুযোগ সম্প্রসারণ করা, যাতে সহজশর্তে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্র সংকুচিত হলেও অগ্রাধিকার খাতসমূহে সম্পদ সঞ্চালন অব্যাহত রাখা যায়। কেবল প্রবৃদ্ধি সহায়ক

গুরুত্বপূর্ণ খাত যেমন- বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, টেলিকমিউনিকেশন ও অন্যান্য অপরিহার্য অবকাঠামো খাত সম্পদ সঞ্চালণের প্রয়োজনে উচ্চ-সুদের বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করা হবে। কার্যকর সরকারি আর্থিক ও ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নগদ প্রবাহের পূর্বাভাস, উপায় ও উপকরণ অগ্রিম এবং ওভার ড্রাফট্ এর মাধ্যমে সরকারের ঋণ গ্রহণের হার কমানো, ঋণ নিশ্চয়তা প্রদানে নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি।

আর্থিক ও মুদ্রা খাত

১.৪৮ মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারি খাতের বিকাশে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রিজার্ভ মানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হবে। অন্যদিকে, পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে নিয়মিত হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখবে। তবে, বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ষান্মাসিক ভিত্তিতে মুদ্রানীতি পুনঃবিবেচনা ও সংশোধন করবে। মুদ্রানীতি প্রণয়নে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা তৈরির উপযোগী পরিবেশ গঠনের বিষয়সমূহ গুরুত্ব পাবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার নীতি-কৌশল সমূহের মধ্যে থাকবে- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সুশাসন, ব্যালেন্স সিট ও ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং স্বয়ংক্রিয় আর্থিক বিবৃতি প্রদান প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ। এ ছাড়াও পুঁজি বাজারে স্থিতিশীলতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান নীতিগত ও প্রশাসনিক সংস্কার অব্যাহত থাকবে।

বহিঃখাত

১.৪৯ বহিঃখাতের নীতিসমূহের মধ্যে থাকবে-

- ❖ পোশাক শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
    - – সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শিল্পে উপযোগী কর্মপরিবেশ সৃজনজনিত ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার রপ্তানি কর হ্রাসের মাধ্যমে স্বল্পকালীন প্রণোদনা প্রদানের নীতি গ্রহণ করেছে, যা ২৩ এপ্রিল, ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং ২০১৫ সালের পুরো সময় অব্যাহত থাকবে
- ❖ মধ্যমেয়াদে আমদানি শুল্ক কাঠামো যৌক্তিকিকরণ
- ❖ রপ্তানিখাতে কেবল পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরতা কমাতে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের ওপর জোর প্রদান
- ❖ রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ

বিদ্যমান বাজার সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার অন্বেষণের মাধ্যমে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখাসহ অন্যান্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।